প্রথম আলো

তারিখ ... 31 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible] ......

ঢাকার দুই সিটির নির্বাচনের মেয়াদ বাড়ছে

সরকার জগন্নাথসহ তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ দেবে

বিশেষ প্রতিনিধি ●

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের মেয়াদ ১৮০ দিন করা হচ্ছে। এর ফলে নির্বাচন করতে আরও ৯০ দিন সময় বাড়ল। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ-সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) সংশোধন আইন অনুমোদন করা হয়েছে। এ ছাড়া জগন্নাথ, কুমিল্লা ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে সরকার এই তিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অর্থ বরাদ্দ দেবে।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইয়া সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বিদায়ী নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচন করতে অপারগতা প্রকাশ করায় নতুন করে ৯০ দিন সময় বাড়ানো হচ্ছে। গত ৩০ নভেম্বর ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ নামে দুটি আলাদা সিটি করপোরেশন করে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০১১ সংসদে পাস হয়। আইনে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছিল। এখন সরকার নিযুক্ত প্রশাসকের মেয়াদও বাড়ছে ৯০ দিন।

তিন বিশ্ববিদ্যালয় আইন : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৫ সালের আইনে বলা হয়, পাঁচ বছর পর্যন্ত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ বরাদ্দ দেবে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় মেটাতে হবে। সম্প্রতি আইনের মেয়াদ পেরিয়ে যায়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। ছাত্ররা সহিংস আন্দোলন করে। এ পরিস্থিতিতে গতকাল আইনটির সংশোধনী মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। সংশোধিত আইনের খসড়ায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে। তবে সরকার অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ বরাদ্দ দেবে।

একইভাবে কুমিল্লা ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর পর্যন্ত সরকারের অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার বিধান ছিল। একইভাবে এই আইনও সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সম্মাননা ও অন্যান্য : মন্ত্রিসভায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সম্মাননা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এর আগে এই তারিখ ছিল ২৬ মার্চ। প্রথম পর্যায়ে ১২৯ জন বিদেশি নাগরিককে সম্মাননা দেওয়া হবে।

বৈঠকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী, মানি লন্ডারিংয়ে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম চার বছর এবং সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত দণ্ডিত হবেন। তা ছাড়া যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি মানি লন্ডারিং হবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। এ আইনে বিশেষ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা আছে।

বৈঠকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ননীতির খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া মন্ত্রিসভায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০১২ এবং অপরাধ-সম্পর্কিত আইনের খসড়া অনুমোদন হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন নীতি ২০১২ ও মানি লন্ডারিং বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইনের খসড়া অনুমোদিত হয়।